অসম্পূর্ণ রহস্যহীন বিন্যাস

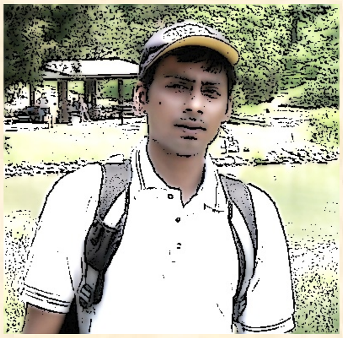

লেখক: অঙ্কন বসু
EMAIL: admin@calcuttaglobalchat.net

অনর্থক আঘাতের দাগ

১২ মার্চ, ১৯৭৫
একটা ছোট পিং পং বল একবার টেবিলের এদিক থেকে ওদিক আর ওদিক থেকে এদিক হয়ে চলেছে। খেলা জমে উঠেছে বেশ। বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক একনাগাড়ে বলে চলেছেন "লেফ্ট এ, রাইটে" কিন্তু না ..

রাত্রিবেলা পিঠে চাবুকের দাগ নিয়ে ঘুমতে গেল কোন এক খুদে খেলোয়ার।

ফেব্রুআরি ২৯, শুক্রবার দুপুর ১ টা ২০০৮
কো-এড স্কুল। দিদিমণি ভূগোল পড়াচ্ছেন।
" বাইবেলে বলা হয় পৃথিবীর জন্ম ৪০০০ B.C. কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করে পৃথিবীর বয়স ৪.৬ মিলিয়ন বছর।"
" দিদিমণি ।"
" কি ব্যাপার? "
" আপনি কিন্তু বয়সটা ভুল বললেন"
" ভুল বললাম"
" হ্যাঁ। ওটা ৪.৬ বিলিয়ন বছর হবে, আমি ইন্টারনেট এ পড়েছি "
" চুপ কর পাকা মেয়ে। তুমি কি ভুল পড়তে পারনা? "
" আমি বলছি আপনি ভুল করছেন"।
" Shut up and come here"

মেয়েটি এগিয়ে গেল। দিদিমণি একটা কাঠের রুলার নিলেন হাতে। মেয়েটি হাত পেতে দিল। দিদিমণি মারতে লাগলেন। মেয়েটির যেন ব্যথা লাগেনা। নির্লিপ্ত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি। হাতে মেরে কাজ না হওয়ায় দিদিমণি মেয়েটির পিঠের দিকে তাকালেন। ক্লাসের বাকি ছেলেমেয়ের হিহি হিহি হাসির শব্দে ক্লাসরুম ভরে গেছে। ঘন্টা পড়ল। দিদিমণি অনেক কষ্টে মারা থামালেন। একটা আগুন দৃষ্টি দিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।
মেয়েটি নিজের জায়গায় এসে বসল।
পাশের সিটের মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল "কিরে তোর লাগেনি? "
মেয়েটি বিমর্ষ ভাবে জবাব দিল "না রে। অভ্যাস আছে।"

মেয়েটি রুমেলা। পড়াশুনা থেকে শুরু করে খেলা ধুলো কোনটাতে সে কম যায় না। গত সপ্তাহে table tennis এর state championship এর ফাইনালে উঠেছিল সে। ফাইনালে সে হেরে যায়। কিন্তু তবুও তার ফাইনালে ওঠাই তাকে স্কুলের সবচেয়ে পরিচিত মেয়ে বানিয়ে দিয়েছে যেন। রুমেলা দিদিমণিকে কেমন জব্দ করেছে তার খবর ছড়াতে সময় লাগল না।

ফেব্রুআরি ২৯, শুক্রবার বিকেল ৬ টা ২০০৮

বিকেল এখন শেষ হয়নি। অথচ ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে আছে একটি লোক। দুচোখ লাল। ঘরের মধ্যে নোঙরা বিছানা। দুটো বালিশ। আজ মনে হয় দুপুর থেকে মদ খাওয়া শুরু করেছেন ভদ্রলোক। অদ্ভুত উগ্র একটা গন্ধে ভরে গেছে সারা ঘর।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখা যায়।
" আজ চেঁচামেচি করিসনে বাবা। একটু ভাল ভাবে কথা বলিস।"
" চোপ.......। জ্ঞান দেয়া হচ্ছে! কোথায়? বউমা এলেন? মাসের শেষ। আজ টাকা চাই আমার। দু দিন হল ভাল মদ পড়েনি পেটে।"
" এরকম কেন করিস বাবা, ওর একার টাকায় সংসার... "
" যাও যাও, নিজের কাজ কর। আমায় বিরক্ত কর না।"

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন কোন কথা না বলে।

সুজাতা নস্কর ইচ্ছা করেই একটু দেরি করে বাড়ি ফিরলেন আজ। মদ্যপ বরটাকে কোনভাবে যদি সরিয়ে রাখা যায়। রক্তিমের সাথে প্রেম করত সুজাতা। রক্তিম চাকরি পেলনা। মধ্যবিত্ত সংসারে তাকে শেষমেশ বিয়ে করতে হল। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে বাকি রইল না তার স্বামী কত বড় লম্পট, মদ্যপ একটা বিশ্রী লোক। কোনভাবে স্কুলের চাকরিটা জোগাড় করেছে সুজাতা। তার অনেক টাকা চাই। জলদি। রক্তিমের সাথে পালিয়ে যেতে চায় সে। দূরে বহুদূরে। ভাবতে ভাবতে বাইরের দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকল সে। আর তখনই একটা চড় এসে পড়ল তার গালে।

" বাইরে বড় পীরিতি চলছে না? নিজের স্বামী দু গেলাস ভাল মদ খাবে সেদিকে হুঁশ নেই, শুধু পীরিতি।"

মাথাটা গরম হয়ে গেল সুজাতার। সকালে স্কুলে অতোগুলো বাচ্চার কাছে অপমানের জ্বালা এখনও যায়নি। তার উপরে ঘরে ঢুকেই স্বামীর চড়। ব্যাগ থেকে মাইনের টাকা বের করে ছুঁড়ে দিল স্বামীর দিকে। তারপর বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে আবার। অনেক টাকা চাই তার। অনেক টাকা। মন্দিরতলায় কিছু ফোন বুথ আছে। এখন ওকে রক্তিমের সাথে কথা বলতেই হবে। বাড়ির ফোনে সে রক্তিমের সাথে কথা বলে না। রক্তিম ওকে বিয়ে না করলে ও মরে যাবে। কোন অজানা কারণে কিছুতেই সুজাতা স্বামীর গায়ে হাত তুলতে পারেনা। চেপে থাকা রাগ গিয়ে পড়ে স্কুলের ছেলেমেয়েদের উপর। সে ফোনের স্পিকার তুলে নিল। ঠিক এমনি সময় সে দেখল রুমেলাকে। একটা কোন মধ্যবয়স্ক লোকের সাথে হেঁটে যাচ্ছে। মুখে সেই সবজান্তা ভাব। স্বামীর কথা বেমালুম ভুলে গেল সে। রিসিভারে কেউ হ্যালো হ্যালো করছে। সুজাতার অনেক টাকা চাই। সুখ চাই। কিন্তু তারও আগে চাই অন্য কিছু..........।

সোমবার, মার্চ ৩, ২০০৮, সকাল ১০ টা।

শিবপুর থানা।
বিজয় বিশ্বাস এবং ওনার স্ত্রী শতরূপা দেবী লাল চোখ করে এক কোণে বসে আছেন। দেখলেই মনে হয় ওনেক কান্নাকাটির পর, অবশেষে থানায় আসতে বাধ্য হয়েছেন কোন কারণে।

নিধিবাবু থানার বড়বাবু।

জোচ্চুরি, রাহাজানি ইদানীং ভীষণ বেড়ে যাওয়ায় প্রচুর কাজে ফেঁসে গেছেন। ওপর তলা থেকে ঘন ঘন ফোন আসছে। কিছু আগে এক বড় পলিটিশিয়ান এসে বেশ কিছু কথা শুনিয়ে গেলেন।

" এলাকার আইন কি উঠে গেল নাকি মশাই? আমার অবলা জনগণের কাছে কিভাবে মুখ দেখাই বলুনতো এবার? আপনারা পুলিশ দিনরাত ঘুস নিতে ব্যস্ত। দুদিনের মধ্যে নীহারবাবুর গুদাম ভরা মালপত্র চোর সমেত হাজির করতে না পারলে বদলি নিশ্চিৎ জেনে রাখুন।"

ভদ্রলোক সেই সব কথাই, যা সমস্ত পলিটিসিয়ানরা বলে থাকেন - সবই বক্তৃতা তালে বলে গেলেন। বাইরে থেকে চিৎকার উঠল " জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ"।

বিজয়বাবু এবং ওনার স্ত্রী প্রতীক্ষায় ছিলেন। বেলা দশটা নাগাদ তাঁদের ভাগ্য প্রসন্ন হল।

" তা আপনার কি বক্তব্য?"
" একটা F.I.R করার ছিল স্যার"
" কি বিষয়? "
" আমার মেয়ে ৪৮ ঘন্টার উপর নিরুদ্দেশ..... "
" ধুর মশাই, তো এখানে কেন? বন্ধু বান্ধব কাউকে চেনেন মেয়ের? দু-এক জনকে ফোন টোন করুন। দেখুন বয়ফ্রেণ্ডের সাথে ভেগে বিয়ে করে বসে আছে। যান যান বিরক্ত করবেন না।"
" Please, পুরো কথাটা শুনুন স্যার।"
" এ তো আচ্ছা জ্বালা দেখছি.. বলছিনা..."
" না, মানে মেয়ের বয়স মাত্র ১৪"
" ১৪! মানে নাবালিকা। "
" হ্যাঁ। একমাত্র মেয়ে আমাদের। কখনও বাবা মাকে না বলে কোথাও যায়না। বন্ধুদের যাদের জানি সবার বাড়ি গিয়েছিলাম। আত্মীয় স্বজনদেরও যোগাযোগ করা হয়েছে। কোথাও নেই ও। আপনি যদি দয়া করে একটু খোঁজ খবর করেন...."
" আপনাদের নিয়ে হয়েছে জ্বালা, ছেলে মেয়ের জন্ম দিয়েই খালাস। দেখাশুনোও করতে পারেন না ঠিকমতো। তা কোন phone call পেয়েছেন?"

“ phone মানে...”
“ আপনি দেখছি আচ্ছা লোক মশাই! এখনকার crime trend জানেন না? শিশুচুরি বড্ড বেড়েছে। কেউ কোনরকম টাকা পয়সা চেয়ে ফোন করেছিল?”
“ না.. এমনতো কিছু জানিনা”
“ আচ্ছা যান, সুধাংশু, তুমি এঁদের report টা লিখে নাও। আপনি ঠিকানা, ফোন আর মেয়ের একটা current ছবি রেখে যান। ও... আচ্ছা, আপনার মেয়ের নামটা কি বললেন? ”
“ রুমেলা। রুমেলা বিশ্বাস।”

সস্ত্রীক বিশ্বাস বাবু উঠে পড়লেন। বড়বাবুর ঘর থেকে বাইরে বেরোতে দালান। সেখানে সুধাংশুবাবুর ডেস্ক। সুধাংশু মাত্র কিছুদিন পুলিশের চাকরী শুরু করেছে। কম বয়স এবং সদা হাসিখুসি ছেলেটিকে সবাই খুব পছন্দ করে। নিধিবাবুও। যাইহোক, সকলে পা বাড়ালেন। হঠাৎ দেয়ালের দিকে কি যেন দেখে চমকে উঠলেন শতরূপা দেবী।

“ কি ভয় পেলেন নাকি?” সুধাংশু জিজ্ঞাসা করেন। “ওদের চেহারাই ওরকম। ভয় পাবেন না।”

দেখা গেল দেয়ালে most wanted বেশ কিছু মুখ ঝুলছে।

সুধাংশু প্রশ্ন শুরু করে। [consistency in gap after open quote]
“ বিশ্বাসবাবু, আপনার কোন শত্রু টাইপ কেউ আছেন নাকি?”
“ না সেরকমভাবে শত্রু বলতে কেউ নেই। সাধারণ কো-ওপারেটিভ ব্যাংকে সাধারণ ম্যানেজারের চাকরি করি। কারও লোন approve না করে থাকলে যদি কেউ শত্রু হয়, তবে অবশ্য করে কিছু বলতে পারিনা।”
“ আপনারা মেয়েকে কবে ও কখন শেষ দেখেছিলেন? ”
শতরূপা দেবীই উত্তর দিলেন।
“ শুক্রবার। স্কুল থেকে ফিরে গুম্‌রে ছিল। জিজ্ঞাসা করতে বলল সুজাতা মিস মেরেছেন। এর বেশি কিছু বলেনি। ভাবলাম স্কুলে পড়া টড়া পারেনি হয়তো। বরাবর একটু চাপা স্বভাবের মেয়ে। খাবার বানিয়ে নিয়ে এসে দেখি ও ঘরে নেই। বন্ধু আছে কিছু পাড়ায়, ভেবেছিলাম কারোর সাথে বেরিয়েছে। ”

“ তা তখন সময় কি হবে মিসেস বিশ্বাস? ”
“ সন্ধ্যা ছটা হবে...”
“ ও। বিশ্বাস বাবু কি বাড়ি ফিরে এসেছিলেন তার মধ্যে?”
বিশ্বাসবাবুই বললেন -
“ হ্যাঁ। আমি ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু বিকালে মেয়ের সাথে দেখা হয়নি। সকালে homework করানোর সময় ওকে শেষ দেখি আমি।”
সুধাংশু চট পট নোট করে চলেছে।
“ ও.কে। আপনারা নিশ্চয় আত্মীয়-স্বজন দের কাছে already খবর নিয়েছেন। যদি কিছু জানতে পারেন অবশ্যই আমাদের জানাবেন। ”
“ নিশ্চয়ই। আচ্ছা, এই নিন রুমেলার ছবি।”
“ খুব মিষ্টি মেয়ে আপনার।”
“ ধন্যবাদ। আমরা খুব চিন্তায় আছি...”
“ চিন্তা করবেন না। আমরা দেখছি কি করা যায়”

শিবপুর। মন্দিরতলা। কয়েক বছরেই বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে এই এলাকাটা। বিদ্যাসাগর সেতু, মানে second bridge হওয়ার পর থেকে জমির দাম হু হু করে বেড়েছে। হাওড়া মন্দিরতলা থেকে কলকাতা রবীন্দ্রসদন আসতে মাত্র ১৫ মিনিট লাগে। C.T.C বাস আছে, TAXI আছে। সেকেণ্ড Bridge টা হঠাৎ যেন এলাকাটাকে কলকাতার বুকে বসিয়ে দিয়েছে। Internet Center, Restaurant, দোকান বাজার, জুয়েলারি - সব কিছুতে ভরে গেছে এলাকাটা। এই মন্দিরতলার শিব মন্দিরের লাগোয়া Bengali Club. দিনকে দিন ক্লাবের ইজ্জত বেড়েছে। পয়সাওলা লোক পাড়ায় বাড়লে যা হয় আরকি। ক্লাবের মধ্যেই এখন জিম, pool table, TT court ইত্যাদি। ক্যারাম ট্যারাম এখন আর কেউ খেলেনা।

সোমবার, মার্চ ৩, ২০০৮, বিকাল ৫ টা।
ক্লাস এইটের ছাত্রী অহনা। গত কয়েকদিন ক্লাস টেস্টের জন্য মা বাড়ি থেকে বেরোতে দেননি। আজ পরীক্ষা শেষ। সাথে সাথে নিজের লাল রং এর T.T bat নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। উদ্দেশ্য সন্ধ্যা বেলা T.T খেলেই কাটাবে। সাথে খান পাঁচেক পিং পং বল।

অহনা Bengali ক্লাবে এসে দেখল দরজায় তালা। একি জ্বালা। কোনদিন ক্লাবে তালা তো থাকেনা। দিন হোক, রাত হোক, কেউ না কেউ থাকে। তার পর মনে পড়ল তাইতো, পুরো ক্লাবটাই তো এখন tour এ। বছরে দুবার করে ক্লাব থেকে tour-এ যাওয়া হয়। এইতো শেষবার দীঘা গিয়ে ঘোড়ায় চড়েছিল সে। এবারে পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় ও যেতে পারেনি। অহনা ভাবল আচ্ছা পূজারী দাদুর কাছে চাবি পাওয়া যেতে পারে। পূজারী দাদু কাছেই থাকেন। অহনা পা বাড়াল।

" পূজারী দাদু, ও পূজারী দাদু"
" কে, দিদিভাই? তুমি এসেছ। ব্যাপার কি?"
" তোমার কাছে ক্লাবের চাবি আছে দাদু? একটু খুলে দেবে? আজই পরীক্ষা শেষ হল, অথচ দেখনা ক্লাবে তালা। কাউকে পেলে একটু T.T খেলব।"
" আচ্ছা দাঁড়া। পুঁটিকে ডাকি। পুঁটি ইই….."

পুঁটি পূজারী দাদুর বাড়ির পুরনো কাজের মেয়ে। বাসন মাজছিল। ভিতর থেকে জবাব এল।
" হ্যাঁ দাদু…।"
" আরে এদিকে আয় দেখি একটু।"
" কি ব্যাপার দাদু? শান্তিতে বাসনটাও মাজতে দেবে না? "
" আরে দেখনা অহনা দিদিভাই এসেছে। একটু যাতো আমার দিদিভাই এর সাথে। ক্লাবটা খুলে দিয়ে আয়। পারলে একটু ঝাঁটও দিয়ে আসিস। দুদিন বন্ধ। ধুলো পড়েছে মনে হয়।"
" আচ্ছা। দাও দেখি, চাবি দাও। "

অহনা আর পুঁটি ক্লাবের দিকে পা বাড়ায়।

" ইস। এত চাবি। কুনটা যে লাগবে।"
" আমায় দাও পুঁটিদি।"

অহনা টুক করে তালা খুলে ফেলল। আঃ কি আরাম! T.T room টা একদম শেষ প্রান্তে। ক্লাবে ঢুকেই common room, সাথে T.V, Fridge, Cassette Player, C.D Player, বসবার কুশন, তারপর জিম, আর জিম পেরলেই T.T

Room। পুঁটি চলল ঝাঁটা আনতে আর অহনা T.T room খুলতে। কিন্তু T.T room খুলতেই একটা উগ্র পচা গন্ধ পেল সে, আতঙ্ক নেমে এল অহনার চোখে। সর্বশক্তি দিয়ে সে চিৎকার করে উঠল....
" পুঁটিদি............................"

সোমবার, মার্চ ৩, ২০০৮, সন্ধ্যা ৬ টা।

আধঘন্টার মধ্যে ক্লাবের সামনে নিধিবাবুকে দেখা গেল। বেশ কিছু লোকজন already ভিড় জমিয়ে ফেলেছেন। পূজারী দাদু দরজায় দাঁড়িয়ে সবাইকে আটকে রেখেছেন। পুঁটি ছন্দে ছন্দে কেঁদে কেঁদে কি বলছে বোঝা দায়। অহনা common room এ মায়ের কোল ঘেঁসে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নিধিবাবুকে এসে পড়ায় সব যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। নিধিবাবুই কথা শুরু করলেন।

" বডিটা কথায়? "

কথাটা কাউকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে মনে হল না তবু পূজারী দাদুই উত্তর দিলেন।

" একদম ভিতরে T.T room এ আছে। "
" আচ্ছা। কেউ বডি টাচ করেনিতো? "
" না। খবর পেয়েই আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। রুমেলার বাড়িতেও খবর পাঠাইনি এখনও। এমন কথা জানাই কীভাবে বলুন, আপনাকেই আগে খবর দিলাম।"

" মেয়েটির নাম কি বললেন? "
" রুমেলা। বিশ্বাস বাবুর মেয়ে। খুব ভাল মেয়ে। ভীষণ ভাল T.T খেলত। এইতো কদিন মাত্র আগে state championship ফাইনাল-এ হেরে গেল। সেকেণ্ড হল, কিন্তু সেকেণ্ড হতেও তো এলেম লাগে রে বাবা।"

নিধিবাবুর সাথে সাথে সকালের কথা গুলো মনে পড়ে গেল। বিশ্বাস বাবু সকালে এসেছিলেন বটে মেয়ের F.I.R লেখাতে। তখন খুব একটা পাত্তা দেননি। কেস বেশ সিরিয়াস মনে হচ্ছে।

“ বিশ্বাস বাবু মানে কি বিজয় বিশ্বাস?”
“ হ্যাঁ স্যার। মিনিট দশেক দূরে বাড়ি।”

কথাবার্তার মাঝে সুধাংশু এসে পড়েছিল। সে জিজ্ঞাসা করল -
“ আচ্ছা, বডিটা প্রথম কে খুঁজে পায়? ”
“ অহনা, সরকার বাবুর মেয়ে। বিকালে ও আর পুঁটি ক্লাব খুলে দেখে এই কাণ্ড।”
“ ক্লাবের বাকি লোকজন কথায়? ক্লাব এ ডেডবডি অথচ কারও নজর নেই! ক্লাবের দায়িত্বে কারা আছেন?”
“ ক্লাব 4 দিন বন্ধ। ছেলেরা সবাই tour -এ আছে। চাঁদিপুরে গেছে সব এবছর। আসছে রবিবার ফিরবে। ”
“ আচ্ছা। ক্লাবের চাবি কার কাছে থাকত?”
“ আমার কাছে ক্লাবের একটা চাবি সবসময় থাকে। অবশ্য আর এক কপি চাবি সবসময় রাখা থাকে ক্লাবের মেল বক্সের মধ্যে। ক্লাবের অনেকেই তা জানে।”
“ মেল বক্স কোথায় ক্লাবের?”

পূজারী দাদু মেল বক্সের দিকে ইশারা করলেন। সুধাংশু এগিয়ে গেল। মেল বক্সের মধ্যে সত্যি একটা চাবি আছে। সাধারণ চকচকে চাবি। সদর দরজার তালা সুধাংশু আগেই পরীক্ষা করে নিয়েছে। অতি সাধারণ তালা। খুলতে কারো কোন রকম বেগ পাওয়ার কথা নয়। সুতরাং খুনি ভিতরের লোক না বাইরের বলা মুশকিল।

“ রুমেলাকে দুদিন পাওয়া যাচ্ছে না আপনি জানতেন?”

পূজারী দাদু যেন আকাশ থেকে পড়লেন।
“ পাওয়া যাচ্ছে না! না স্যার সেটা তো আমার জানা ছিল না। তাছাড়া আমি বুড়ো মানুষ। আমাকে আর কে খবর দেবে বলুন।”

কথাবার্তার মাঝে পূজারী দাদু T.T room এর দরজা খুলে দিলেন।
মাঝারি সাইজের একটা ঘর। মাঝামাঝি প্রমাণ সাইজের একটা T.T টেবিল। দেয়াল জুড়ে নানান খেলোয়াড়ের ছবি। টেবিলের মাঝামাঝি ছাদ থেকে ঝুলছে বাহারি ল্যাম্প। আর টেবিলের উপরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে মেয়েটি।

নিধিবাবু সুধাংশুকে বললেন

“ Spot Investigation টা সেরে নাও।”
“ হ্যাঁ স্যার”

দুই পুলিশ অফিসার মিলে পরীক্ষা শুরু করলেন।

মেয়েটা জানলার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে যেন। মুখ দেখে মনে হয় খুব ভয় পেয়েছিল মারা যাবার আগে। পরনে শর্টস আর একটা টি শার্ট। উত্তরের জানলার দেয়াল ঘেঁসে কিছু ফাটা পিং পং বল পড়ে আছে। T.T খেলতে গেলে বল ফাটবেই।

রঘুদা থানার ফটোগ্রাফার। এর মধ্যেই নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। চট পট ছবি উঠছে। নিধিবাবু ভাবুক ভাবুক মুখ করে আবার প্রশ্ন করলেন-
“ কীভাবে মারা গেছে বলে মনে হয় ?”
“ বলা মুশকিল স্যার। মেয়েটার শরীরে যেটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে তাতে অত্যাচারের দাগ। কালশিটে দাগ।”
“ হ্যাঁ। তা বটে। আমার কর্ম জীবনে অনেকদিন কোন বাচ্চাকে এত tortured হয়েছে দেখিনি।”
“ মেয়েটার বাঁ কানের কাছে বেশ খানিকটা রক্ত জমে গেছে। ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে মনে হয়। বাচ্ছা মেয়ে, আঘাতজনিত কারণে মারা যাওয়া অসম্ভব নয়।”
“ ইন্টারনাল হেমারেজ বলছ?”
“ হতে পারে স্যার। T.T টেবিল এ খুব একটা রক্ত দেখছি না।”
“ ফরেনসিক এসে গেলে ভালভাবে সমস্ত sample collect কর। blood sample, hand print, foot mark কোন কিছু বাদ না যায়। এ অপরাধী কে খোলা আকাশের নিচে থাকতে দেওয়া যায়না।”
“ ও স্যার, খোলা আকাশ বলতে মনে হল। জানলাটা একটু খুলে দেবেন, ঘরটা বড্ড গুমোট।”
“ Sure my boy!” নিধিবাবু জানলা খুলে দিলেন।

সন্ধ্যা হয় হয়। আকাশে আলো কমতে কমতে অন্ধকারকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। মন্দিরতলা তাই দোকান বাজারের আলো ঝলমল করে ওঠার তাল করছে। হঠাৎ কি দেখে চমকে ওঠে সুধাংশু।

" আরে, ওটা অন্নপূর্ণা জুয়েলরী না!"
" হ্যাঁ। তাইতো। দুদিন ধরে মন্ত্রীদের সন্তুষ্ট করতে করতে এটার কথা ভুলেই গেছিলাম।"
" বেশ কিছু মাল চুরি গেছে ভদ্রলোকের। একবার দেখে যাবেন নাকি? "
" এসেই যখন পড়েছি তখন দেখেই যাই। পাশাপাশি খুন এবং চুরি খুব একটা কমন না।"

কথাবার্তার মাঝে সুধাংশু জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে দোকান। নিচের তলায় দোকান আর উপরতলায় কিছু ঘর। উপরতলায় ছোট আলো জ্বলছে। সুধাংশু দেখল বনবন করে পাখা ঘুরে চলেছে। নিধিবাবু কিছু চিন্তা করছেন। কপালে ভাঁজ পড়েছে।

শান্তিলাল দস্তিদার মাঝবয়সী ভদ্রলোক। বছর ছয়েক হল উনি এই এলাকায় নিজের দোকান শুরু করেছেন। গতকাল, অর্থাৎ রবিবার শান্তিলালবাবু থানায় এসেছিলেন নিজের দোকানের চুরির রিপোর্ট লেখাতে। সাধারন চুরি। দোকানের এক কর্মচারীকেও পাওয়া যাচ্ছে না রবিবার সকাল থেকে। সুতরাং দুয়ে দুয়ে চারের মত সহজ অংক। কর্মচারীর খোঁজ পেলেই কেস উদ্ধার। জালিয়াতির কেসে নিধিবাবু ব্যস্ত থাকায় এটার কথা প্রায় ভুলেই গেছিলেন। না, চুরি চামারি আজকাল বড্ড বেড়েছে।

সুধাংশুই আবার কথা শুরু করল।
" স্যার কিছু ভাবছেন?"
" ভাবছি জুয়েলারী শপ এর কথা। রুমেলা এ পাড়ার মেয়ে। জুয়েলারী চোরও হয়ত এ পাড়াতেই থাকে। ধর কোনভাবে রুমেলা চুরি করার ঘটনাটা দেখতে পেয়ে যায়। চোর যদি তা জানতে পারে তবে প্রমাণ লোপাটের জন্য একটা খুন কি করতে পারে না? "
" আমি জানতাম আপনি এ কথা ঠিক ভাববেন। মোটিভ আছে বলতেই হবে।"
" বিশ্বাস বাবু তো বললেন কোন মুক্তিপণ গোছের ফোন পাননি। সুতরাং অপহরণ কেস ঠিক মনে হচ্ছে না। কিছু একটা মোটিভ তো থাকবেরে বাবা। চিন্তা করতে দোষ কি?"

কথা বার্তার মাঝে নাড়ুদা এসে গেলেন। থানার মেডিকাল ডাক্তারও আছেন। নাড়ুদা ফরেনসিকের লোক হলেও অপরাধ বিজ্ঞানের নানান শাখায় তাঁর পড়াশুনা অনেক। নাড়ুদা সুধাংশুর চেয়ে বয়সে বড় আর ওকে স্নেহও করেন খুব। বয়স কম আর সদ্য চাকরী শুরু করেছে বলেই হয়তো নাড়ুদা সুধাংশুকে নানান ভাবে তদন্তে সাহায্য করে থাকেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এই মানুষটিকে বড় শ্রদ্ধা করে সুধাংশু।

নিধিবাবু সুধাংশুকে বললেন তিনি জুয়েলারী শপ এ যাচ্ছেন। সুধাংশু যেন এখানে কাজ শেষ হলে ওনাকে জয়েন করে।

নিধিবাবু চলে যেতে সুধাংশু দ্রুত কাজকর্ম বুঝিয়ে দেয় ফরেনসিককে। বিশ্বাস বাবু কোন ভাবে খবর পেয়ে এসে পড়েছিলেন। পূজারী দাদু ওনাকে এতক্ষণ আটকে রেখেছিলেন। সুধাংশুকে দেখে উনি আর থাকতে পারলেন না। কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এ মুহূর্তগুলোয় বড্ড অস্বস্তি লাগে সুধাংশুর। সান্ত্বনা দেওয়ার আগে চেষ্টা করত ও। এখন আর করেনা। কাছের মানুষ হারাবার যন্ত্রণা কাছের মানুষের মত করে আর কেউ অনুভব করে কি?

“ বিশ্বাস বাবু, আপনাকে একবার ভিতরে আসতে হয়। মেয়ের বাবা হিসেবে আপনার identification টা জরুরী। কাল সন্ধ্যার মধ্যে বডি পেয়ে যাবেন। Post Mortem আজ রাতের মধ্যেই সেরে ফেলার চেষ্টা করব আমরা।”

নিধিবাবু জুয়েলারী শপ-এ অপেক্ষায় আছেন। পূজারী দাদুকে একবার কাল সকালে থানায় দেখা করতে বলে সুধাংশু পা বাড়ায়।

শান্তিলালবাবু দোকানেই ছিলেন। গতকাল চুরি গেলেও অভ্যাস মত আজও দোকান খুলেছেন। নিধিবাবুকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন।
“ গোপাল কি ধরা পরে গেল স্যার?”
“ না এখনও গোপালের ভাবনা শুরু করিনি কিন্তু তার আগেই murder।”
Murder শুনে ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে গেলেন।
“ Murder! কি বলছেন স্যার। গোপালকে কে murder করবে!”

“ গোপাল murdered একথা আপনাকে কে বলছে! দোকানের সামনের ক্লাবে খুন। Investigation এ এসেছিলাম। ভাবলাম আপনার কেসটা একটু দেখে যাই। তা গোপালই চুরি করেছে আপনি শিওর?”
“ শিওর করে তো আপনি জানাবেন স্যার। চুরির পর থেকে গোপালকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই থানায় জানিয়ে এসেছি।”

সামনে বেশ কিছু চায়ের দোকান। কথার মাঝে শান্তিলালবাবু চায়ের অর্ডার দিলেন। দোকানটা মাঝারি সাইজের। নীচের তলায় ব্যবসা। উপর তলায় কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা। ছোটবড় জুয়েলারী শপ গুলোতে নিজস্ব কারিগর থাকে। একটু গ্রামের দিকের গরিব ছেলেরা সোনার কাজ শিখে শহরের নানান জায়গায় কাজ করে। সাধারণত মালিকই থাকার ব্যবস্থা করে দেন। শান্তিলালবাবুর ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি।

কথা বলতে বলতে সুধাংশু এসে গেল। দুকাপ চা আগেই এসে গেছিল। শান্তিলালবাবু আরও এককাপ চায়ের জন্য বললেন। চা খেতে খেতে দোকানের ভিতরটা মেপে নিচ্ছিলেন নিধিবাবু। সোনার দোকান। ভিতরে থানার লক আপ এর মত লোহার গ্রিল। সোনার কাজকর্ম ওখানেই করেন শান্তিলালবাবু।

সুধাংশু প্রশ্ন করে।
“ রুমেলা বিশ্বাসকে চিনতেন নাকি? বিশ্বাস বাবুর মেয়ে?”
“ হ্যাঁ স্যার। চিনবনা কেন। পাড়ায় থাকেন। কয়েক সপ্তাহ আগেই এসেছিলেন মেয়েকে নিয়ে। বললেন মেয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেই সোনার লকেট গড়ে দেবেন। তাই কিছু design দেখে রাখতে চান।”
“ তারপর? মেয়েতো প্রায় চ্যাম্পিয়ন হয়েই ফিরেছিল। হার বিক্রি হল?”
“ না। মেয়েকে নিয়ে আর আসেননি উনি।”
“ আচ্ছা। গোপাল কি রুমেলা কে চিনত?”
“ চিনত বোধ হয় স্যার। রুমেলা প্রায় বাবার সাথে T.T খেলতে আসত। রুমেলাকে এ পাড়ার প্রায় সবাই চিনি।”
“ আচ্ছা, আপনি বলেছিলেন না আপনার দোকান insured ছিল?”
“ হ্যাঁ, সেটাই ভরসা। প্রায় ত্রিশ লাখ টাকার মাল চুরি গেছে।
“ ত্রিশ লাখ! বেশ অনেকটাই মাল দোকানে রাখতেন দেখছি।” সুধাংশু ভুরু কুঁচকায়।

“ বাড় বাড়ন্ত দোকান স্যার, দোকানের পিছনেই আমার বাড়ি। দোকানেই কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা। ওরা দোকানেই থাকত বলে security নিয়ে চিন্তা করিনি কখনও খুব বেশি।”
“ তবে তো বলতে হয় আপনি এক্ষেত্রে ভুলই করেছেন। অবশ্য গোপালকে ফাইনালি পাওয়া না গেলে সঠিক ভাবে কিছুই বলা যায় না।”

কথা চলছিল বেশ। এর মাঝে নিধিবাবুর ফোন বেজে উঠল। তুন্নাভাই নামক কোন টলিউডের উগ্রপন্থী নায়ককে দিন কতক জেলের হাওয়া খাওয়াতে হবে, সুতরাং নিধিবাবুরকে সমস্ত কাজ ফেলে এক্ষুনি উপরতলার মিটিং এ যেতে হবে। একরাস বিরক্তি নিয়ে তিনি সুধাংশুকে বললেন -
“ সুধাংশু, আমায় বেরোতে হবে এক্ষুনি, সেই তুন্নাভাই এর কেস! কেন যে জেলে আসেন তুন্নাভাই আর কেন যে জেলের বাইরে থাকেন! বোধকরি দু একদিনে ফিরতে পারব। এদিকটা সামলে নিও।”

শান্তিলালবাবুকে নমস্কার জানিয়ে নিধিবাবু বেরিয়ে গেলেন। ওনার দুদিন সত্যি কপালে ভারি দুঃখ আছে। ওনার স্ত্রী জানতে পারলে একটা অটোগ্রাফ্ এর খাতাও সঙ্গে দিতে ভুলবেন না। তুন্নাভাই এর একপিস ছবি আর সাথে অটোগ্রাফ্। দু এক মাস ওনার স্ত্রী এক অন্য জগতে থাকবেন। কিন্তু যাক সে কথা।

সন্ধ্যা বাড়ছিল। সুধাংশু শান্তিলালবাবুর সাথে কথা এগোয়।
“ আপনার কর্মচারী কি শুধুই গোপাল?”
“ না, গোপাল এই মাস দুয়েক কাজে লেগেছে। পুরনো লোক আছে আর একজন, মধু। এক সপ্তাহ ছুটিতে রয়েছে।”
“ তা গোপালের সন্ধান কীভাবে পেলেন আপনি?”
“ ওই একদিন এসে কাজের কথা জিজ্ঞাসা করে। আমারও ব্যবসা বাড়ছিল, আর একটা লোক লাগতোই। কিছু কাজ দিই ওকে। চমৎকার করে দেয়। তখনও এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়নি। তারপর গতমাসে ওকেও এখানেই থাকার ব্যবস্থা করে দিই।”
“ হুঁ। কোন ছবি টবি আছে নাকি ওর?”
“ না সেরকম ভাবে তো কোন ছবির কথা ভাবিনি....”

সুধাংশু নিচের তলাটাই এতক্ষণ দেখছিল। গোপালকে তালা ভাঙার কসরৎ টুকুও করতে হয়নি। এখনও চারপাশে বেশ কিছু ফাঁকা জুয়েলারী কেস পড়ে আছে। " আপনি কি সব জুয়েলারী চেক করেছিলেন?"
" হ্যাঁ স্যার। কোথাও কিচ্ছু রাখেনি। সব সাফ।"
" সেটা না করলেই পারতেন। এখন হয়তো জুয়েলারী কেস গুলোতে শুধু আপনারই হাতের দাগ পাওয়া যাবে।"
" আচ্ছা একবার উপর তলায় চলুন। গোপালের ব্যাগ ট্যাগ থেকে যদি কোন ছবি টবি পাওয়া যায়।"
" আচ্ছা আসুন।"

দোতলায় ঢুকেই থমকে যায় সুধাংশু। তাজা একটা গন্ধ ছাড়ছে ঘর থেকে। ফিনাইলের গন্ধ। যেন কেউ ঘরটাকে পরিষ্কার করেছে ভালভাবে খুব রিসেন্টলি। চার দেয়ালের ঘর। যেমন হয়। খুব বড় না। ডান দিকে একটা বিছানা আর বাম দিকে রাস্তার দিকের জানলা জুড়ে যে দেয়াল, সেটা ঘেঁসে আর একটা বিছানা। সুধাংশু জানলার সামনে এসে দাঁড়ায়। দোতলার পাখাটা তখনও চলে যাচ্ছে বনবন করে। জানলা দিয়ে সামনের ক্লাবটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

" উপরে কি কেউ ছিল? পাখাটা অনেকক্ষণ ধরে চলছে মনে হয়।"
" কেউ আজকাল কি ইলেকট্রিকের কথা ভাবে? আমি রয়েছি মাসে মাসে টাকা দেবর জন্য। ওনারা পাখা রেডিও অফ করবে কেন বলুন।"

শান্তিলালবাবু " ওনারা" বলতে ঠিক কাদের বোঝালেন বোঝা গেল না।

" শান্তিলালবাবু, গোপালের ব্যবহারের মত কিছু আছে কি, ধরুন টুথ ব্রাশ ধরনের কিছু?"
" হ্যাঁ, বাথরুমে নিশ্চিত কিছু না কিছু পেয়ে যাবেন।"

নাড়ুদা ফরেনসিকের লোক। এতক্ষণ উল্টোদিকে রুমেলার খুনের sample collect করছিলেন। ছোট ছোট প্যাকেটে বিভিন্ন টুকরো টুকরো জিনিস। ফরেনসিক ল্যাবে বিভিন্ন পরীক্ষা চলবে। সুধাংশু ভেবে বেশ মজা পায় মাঝে মাঝে যে সায়েন্স কত ভাবেই না পৃথিবীকে এগিয়ে দিয়েছে। Sherlock Holmes এর আমলে সত্যি

মাথা ঘামতে হত। উন্নত দেশে এখন DNA record এসে যাওয়ার পর কাজ অনেক সোজা হয়ে গেছে। অপরাধী একবার ধরা পড়লেই তাদের D.N.A record রয়ে যায় তাদের profile-এ। ইদানীং D.N.A check যে কোন crime investigation এর প্রাথমিক বিষয়। পুরনো অপরাধীকে খুবই সহজে ধরে ফেলা যায় D.N.A match করে। Digital fingerprint match technology আমাদের দেশে এসে গেছে। কিছু দেশি কোম্পানি D.N.A record আর তার সাহায্যে কীভাবে অতি সহজে অপরাধী সনাক্ত করা যায় তা নিয়ে নিজেদের instrument এর demonstration দিচ্ছেন। নাড়ুদা তাই আজকাল যেখানেই D.N.A sample পাওয়া যায় collect করে চলেছেন। জামা কাপড়, ব্রাশ, চিরুনি, মাথার চুল, যা পাচ্ছেন কুড়িয়ে নিচ্ছেন। testing পিরিয়ডে সমস্ত analysis ফ্রী! সুধাংশু জানলা দিয়ে দেখল নাড়ুদা বেরুচ্ছে। হাতে বেশ কিছু sample bag। সুধাংশু জানলা থেকে নাড়ুদাকে ডাক দিল। নাড়ুদা রাস্তা টপকে উপরে উঠে এলেন।

“ কিরে এখানেও কি কেস জন্ডিস করে রেখেছিস নাকি?”
“ না না এখানে কেস সোজা। সাধারণ চুরি। এসেই যখন পড়েছি কিছু finger print নিয়ে নাও। যদি গোপালের D.N.A test করার মত কিছু collect করে নাও তবে তোমারি সুবিধা।”

নাড়ুদা কাজ শুরু করলেন। অভিজ্ঞ মানুষ। এদিক এদিক পরীক্ষা করতে করতে মুখটা শক্ত হয়ে উঠল তাঁর। শান্তিলালবাবুর দিকে ছেয়ে প্রশ্ন করলেন -
“ ঘরটা কবে পরিষ্কার করেছিলেন? ”
“ তা তো ঠিক মনে নেই, কাজের লোক সপ্তাহে দুদিন পরিষ্কার করে।”
নাড়ুদা দেয়ালের এক কোনে নিজের ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে কিছু পরীক্ষা করে শান্তিলালবাবুকে বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন। সুধাংশু অবাক হয়ে যাচ্ছিল। শান্তিলালবাবু বাইরে যেতে জিজ্ঞাসা করে উঠল -
“ ব্যাপার কি নাড়ুদা?”
“ ব্যাপার তেমন কিছু না। ঘরটা seal করে রাখ এখন। সন্দেহজনক লাগছে। আর রঘুদাকেও পাঠিয়ে দে। কিছু ফটোগ্রাফের দরকার হবে।”

সুধাংশু জানে এমন সময় নাড়ুদাকে ঘাঁটিয়ে আর লাভ নেই। পুরোপুরি শিওর না হয়ে উনি আর মুখ খুলবেন না। সে রঘুদাকে ডাকতে চলল।

মঙ্গলবার, মার্চ ৪, ২০০৮, সকাল ১০ টা।

সকালবেলায় থানায় এসে গেছে সুধাংশু। নিধিবাবু নেই। সুধাংশুর উপরে একটু এক্সট্রা চাপ এসে পড়েছে। সাথে সাথে প্রচুর ফোন calls - ওকে attend করতে হচ্ছে। নিজের নোটবই চেক করছিল সে। নিজের নোটবইটি তার বড় প্রিয়। নিজের মত করে সব কিছু লিখে রাখে সে। কি কি ফলো আপ করতে হবে, কোন কোন বিষয়ে নিধিবাবুর সাথে কথা বলা দরকার এইসব। ও দেখল সুজাতা মিস এর উপরে গোল করে দাগ দিয়ে রেখেছে সে নিজে। সাথে সাথে মনে পড়ল, শুক্রবার এই টিচার-ই রুমেলাকে পিটিয়েছিলেন। ওনার পিটুনি থেকে হয়তো মৃত্যু হয়নি, তবু কথা বলে দেখা দরকার। অপারেটরকে বলতেই স্কুলে ফোন লাগিয়ে দিল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফোন ধরলেন।

" সুজাতা মিস কি আজ আছেন? আমি থানা থেকে ফোন করছিলাম।"
" না উনি আসেননি। আমাদের রেশিগনেসন লেটার পাঠিয়ে দিয়েছেন। উনি আর স্কুলে পড়াতে চান না"
" what! আচ্ছা। আপনার কাছে ওনার বাড়ির ফোন নম্বর আছে?"
ভদ্রমহিলার কাছে সুজাতার ফোন নম্বর ছিল। দিয়ে দিলেন। সুধাংশু লিখে নিল চট পট। তারপর আবার ফোন লাগল।

খানিক বাদে এক মহিলা এসে ফোন ওঠালেন।
" ইয়েস।"
" আপনি সুজাতা নস্কর?"
" হ্যাঁ বলুন।"
" আমি থানা থেকে সাব-ইন্সপেক্টর সুধাংশু মিত্র বলছি।"
থানা শুনেই বোধহয় একটু ঘাবড়ে গেলেন মহিলা। সুধাংশুই কথা বাড়ল।
" আপনি রুমেলাকে চিনতেন?"
" হ্যাঁ। আমি কিছু ক্লাস নিতাম ওর।"

“ আপনি জানেন যে ওকে কেউ খুন করেছে?”
“ হ্যাঁ। আজই খবর পেলাম।”
“ রুমেলার সারা শরীরে অনেক ক্ষত পাওয়া গেছে। আপনি শুক্রবার ওকে খুব মেরেছিলেন না?”
“ বিশ্বাস করুন, আমি ওকে মেরে ফেলিনি। ও সেদিন বাড়ি ফিরেছিল সবার সাথেই। আর আমি, আমি নিজেও খুব অনুতপ্ত ছিলাম।”
“ স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিলেন কেন?”
“ ওটা personal.”
“ রুমেলা আপনার personal বাচ্চা ছিল না। ওর সারা দেহে এখনও আপনার অত্যাচারের দাগ। কাল থানায় আসবেন একবার।”
“ বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি অনুতপ্ত। শুক্রবার সন্ধ্যায় রুমেলাকে আমি সেই কথা বলেছি।”
“ শুক্রবার সন্ধ্যায় আপনার সাথে রুমেলার দেখা হয়েছিল!”
“ হ্যাঁ। একটা ফোন করার জন্য আমি মন্দিরতলা গেছিলাম। ওকে দেখতে পাই। মনের মধ্যে অনুতাপ ছিল। ওকে ডেকে সেই কথাই বলি আমি।”
“ তখন সময় কত কোন আন্দাজ আছে?”
“ সন্ধ্যা সাতটা কি সাড়ে সাতটা হবে।”
“ রুমেলার সাথে কাউকে দেখেছিলেন আপনি?”
“ হ্যাঁ। এক ভদ্রলোক ছিলেন। কিন্তু আমার সাথে কথা বলেননি একটাও।”
“ দেখতে কেমন ছিল ভদ্রলোককে?”
“ মাঝ বয়সি ভদ্রলোক, কাঁচাপাকা চুল।”
“ আচ্ছা। ঠিক আছে। কাল থানায় এসে ভদ্রলোকের একটা বর্ণনা দিয়ে যাবেন। আমাদের artist ভদ্রলোকের একটা sketch করে নেবেন।”
“ আচ্ছা। কিন্তু সত্যি, বিশ্বাস করুন, আমি ওকে মারতে চাইনি। পারিবারিক কারণে depressed ছিলাম। এখনো নিজের ভেবেও খারাপ লাগছে।”
“ আচ্ছা। কাল থানায় আসুন কথা হবে। ”

ফোন কেটে দিল সুধাংশু। মাঝে মাঝে কোন কারণ ছাড়াই বড় বিরক্তি লাগে তার। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েকে পেটাবে, তাও আবার অনুতাপ। বিরক্তি কমাতে ভাবছে

একটা চায়ের অর্ডার দিলে হয়, এমন সময় বিশ্বাস বাবু এসে হাজির। চোখে কালশিটে পড়ে গেছে। দেখে মনে হয় কাল রাতে ওনার ঘুম হয়নি। সারা রাত জুড়ে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে রুমেলার নরম ত্বকের কাটা আঘাতগুলো। একটা হাত একটা লাঠি দিয়ে মেরে চলেছে রুমেলাকে। রুমেলার গায়ে লাল হয়ে ফুটে উঠছে একের পর এক দাগ। ঘুম ভেঙ্গে গেছে বারবার। সুধাংশু দুটো চায়ের অর্ডার দিল।

" আসুন বিশ্বাস বাবু। বসুন, আমি খোঁজ নিয়ে দেখি রুমেলার বডি পোস্ট মর্টেম হয়ে গেছে কিনা।"

সুধাংশু খবর নিয়ে দেখে বিকালের দিকে রুমেলার বডি ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

" আপনাকে বিকালে আর একবার আসতে হয়। বিকালের আগে রুমেলার বডি মনে হয় পাবেন না।"
" বাচ্চা মেয়েটা একেই মরে গেল, আর কেন এত কাটাকাটি করছেন? ওর মা তো এখনো কেঁদেই চলেছে। আপনাদের কাছে এসেই যত গণ্ডগোল হল। "
" আমাদের কাছে এসে গণ্ডগোল! কি ব্যাপার বলুন তো? "
" থানায় এসেছিলাম বলেই মেয়েটাকে মেরে দিল ওরা।"
" ওরা? আপনিতো জানিয়েছিলেন কোন ফোন কল পান নি কারও কাছ থেকে!"
" গতকাল সকালে যখন আপনদের কাছে আসি তখনও অবধি পাইনি। আপনদের এখান থেকে চলে যাবার পর পাই। ওরা বলল দু লাখ টাকা পেলে মেয়ে ছাড়া পাবে। পুলিশের কাছে গেলে আর মেয়েকে পাবনা। আর কাল সন্ধ্যাতেই আপনারা মেয়েকে খুঁজে পেলেন।"

সুধাংশু একটু অবাক হয়ে গেল।
" আপনি ওদের জানিয়েছিলেন যে আপনি থানায় এসেছিলেন?"
" না জানাইনি। বোধহয় জানানোই ভাল ছিল। নইলে মেয়েকে এভাবে মরতে হত না। "

" I am very sorry বিশ্বাসবাবু, কিন্তু ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক। আপনার মেয়ে দুদিন ধরে নিখোঁজ। আমার মনে হয় ও মারাও গেছে দুদিন আগে। পোস্ট মর্টেম

রিপোর্ট এলে confirm করা যাবে। সেক্ষেত্রে যে আপনাকে ফোন করেছিল সে জানত যে রুমেলা মৃত।”
বিশ্বাস বাবুকে হঠাৎ একটু চঞ্চল দেখাল। উনি উঠে পড়লেন।
“ আচ্ছা সুধাংশুবাবু, বিকালে আসব। ওয়াইফ বাড়িতে একা। এখন চলি।”
“ আচ্ছা আসুন।”

সুধাংশুর মাথাটা আবার গুলিয়ে গেল। কাল সন্ধ্যা থেকে একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যার কোন স্বাভাবিক কারণ খুঁজে পাচ্ছে না সে। রুমেলা যদি অপহরণ হয়ে থাকত তবে তার মরে যাবার কারণ হয়না। অন্তত অপহরণকারী মুক্তিপণ না পাওয়া পর্যন্ত তো নয়ই। তবে বিশ্বাস বাবু কাল ফোন পেলেন কার কাছ থেকে। দ্রুত করণীয় কাজের কথা চিন্তা করে নিল সে। তারপর লোকাল ফোন কম্পানিকে কল করল। শেষ এক সপ্তাহের কল লিস্ট তার দরকার। বিশ্বাস বাবুর বাড়িতে যত কল এসেছে সেটা একবার পরীক্ষা করা আবশ্যক। অপরাধীরা সাধারণত কোন লোকাল বুথের ফোন ব্যবহার করলেও, সে কোনও chance নিতে চায় না। কোথাও কোন সূত্র তাকে খুঁজে বার করতে হবেই। ফোন কম্পানিতে এক মহিলা ফোন তুলেছিলেন। বিকালের মধ্যে কল লিস্ট এসে যাবে।

তারপর কি মনে হতে সুধাংশু বিশ্বাসবাবুর ব্যাংকে ফোন করল একবার। ব্যাংকে কেউ ফোন তুলতে সুধাংশু সিনিয়র ম্যানেজারকে চাইল।

“ হ্যালো। আমি সাব ইন্সপেক্টর সুধাংশু মিত্র, শিবপুর থানা থেকে বলছি।”
“ নমস্কার স্যার। আপনি বোধহয় বিশ্বাস বাবুর মেয়ের তদন্তের কারণে ফোন করেছেন। কিন্তু স্যার সত্যি বলছি। বিশ্বাস বাবুর ব্যাংকে কোন শত্রু নেই। আপনি ব্যাংকের পিছনে অযথা সময় নষ্ট করছেন”
“ আপনকে যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দিন। তার বাইরে কথা বলবেন না। সুধাংশু বাবুকি লাস্ট সাতদিনের মধ্যে কোন রকম বড় অংকের টাকা উঠিয়েছিলেন?”
“ আচ্ছা দাঁড়ান। ওনার account টা দেখছি। কেন বলুন তো?”
“ আপনকে বললাম না যা জিজ্ঞাসা করছি তার বাইরে কথা বলবেন না।”
“ ওকে স্যার। দু মিনিট।”

ভদ্রলোক ভিতর থেকে account চেক করে এলেন। বিশ্বাসবাবু শনিবার দু লাখ টাকা উঠিয়েছেন।

" কবে টাকা উঠিয়েছেন বললেন?"

" শনিবার।"

" কিভাবে টাকা উঠিয়েছিলেন? কোন A.T.M?"

" না না, শনিবার ব্যাংকে এসেছিলেন উনি। বললেন শরীর ভাল নেই তাই ছুটি চাই। শনিবার অতো ব্যস্তটা ছিল না। তাই ছুটি দিয়ে দিই। উনি টাকা তুলে বাড়ি চলে যান।"

" আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আপনার সাথে আমার কথা কাউকে জানাবেন না, আর ব্যাংকের একটা statement আমাকে পাঠিয়ে দেবেন আজই।"

ফোন রাখল সুধাংশু। মাথাটা আবার গুলিয়ে গেছে তার। ঘটনাগুলো সাজাতে পারছেনা সে। একটু কড়া চায়ের দরকার। চায়ের জন্য বলব বলব করছে এমন সময় নাড়ুদা এসে পড়লেন। মুখে মিটিমিটি হাসি। চা পানের ইচ্ছা হলেই কেউ না কেউ জুটে যায় তার। মনে মনে হেসে ফেলল সে।

" কিরে বুদ্ধিমান্? কেস উদ্ধার হল?"

" আর বলনা নাড়ুদা। উদ্ধার তো দুর অস্ত, আরও জট পাকিয়ে গেছে। এই খানিক আগে বিশ্বাস বাবু এসেছিলেন, আরও মাথা গুলিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। আপনার কাজ শেষ?"

" হ্যাঁ ভাই। আমার কাজ শেষ। এই রইল তোর রুমেলার পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট আর এই হল গোপালের finger print টেস্ট। পড়ে দেখ। অনেক কাজের কথা আছে। কাজ কর ভাই। শুধু চিন্তা করে কেস উদ্ধার হয়না।"

" তা কি বুঝলে? রুমেলার মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল?"

" রিপোর্ট পড়বি না, তাইতো?"

" আরে নানা, রিপোর্ট তো পড়বই , তুমিও একটু বলেই দাও না"

" আচ্ছা, নিধিবাবুর সেই special চায়ের order কর। বলছি। আচ্ছা, বিশ্বাস বাবুকে চা খাইয়েছিলি?"

“ হ্যাঁ। ওনাকে দেখে মনে হল মেয়ের শোকে রাতভোর ঘুমতে পারেননি। এখনো ওনার চায়ের কাপটাও ফেলা হয়নি।”
“ তাই নাকি, আচ্ছা যা চায়ের অর্ডার কর।”

অগত্যা সুধাংশুকে চায়ের জন্য বলতে হল। “নিধিবাবুর special চা” - এর একটা গল্প আছে। থানার সামনেই রাস্তার উপর বেআইনি চায়ের দোকান! সব সময় ভিড়। এহেন দোকানে নিধিবাবু চায়ের পয়সা দেন না। এটাই নিধিবাবুর সাথে ওদের অলিখিত এগ্রিমেন্ট। কিন্তু ওনার জন্য special দার্জিলিং টি বানিয়ে দেয় ওরা। সুধাংশু অবশ্য চা নিলে এখনো চায়ের দাম মিটিয়ে দেয়।

চা পেয়ে নাড়ুদার পেট থেকে কথা বেরোতে শুরু করল।
“ শোন। রুমেলা মারা গেছে শুক্রবার রাত্রি নটা পঁয়তাল্লিশ নাগাদ। কোন ভারি জিনিষের আঘাতেই ও মারা যায়। যেই ওকে মেরে থাকুক, খুব জোরে ওর মাথায় আঘাত করে। internal hemorrage হয়ে মারা যায় মেয়েটা। ঘরে টাটকা finger print আছে দুজনের। একটা রুমেলার আর অন্যটা অন্য কারো। এই দ্বিতীয় ব্যক্তির কোন ক্রিমিনাল background নেই। finger print এর কোন রেকর্ড পাইনি। তবে আরো কিছু আছে।”

নাড়ুদার এই এক বদ অভ্যাস। পুরো কথা শেষ করেন না। কিছু কথা ওনাকে বলতে অনুরোধ করতে হয়!

“ প্লিজ নাড়ুদা। আরো কিছু মানে? ”

চা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। একটা লম্বা চুমুক মেরে নাড়ুদা শুরু করলেন আবার।

“ রুমেলার সারা গায়ে অজস্র দাগ ছিল। আঘাতের দাগ। নিয়মিতভাবে ছড়ি জাতীয় কিছুর পিটুনি ওকে খেতেই হত।”
“ what! আমি ভাবছিলাম বাকি দাগ গুলোও রিসেন্ট। ওর স্কুলের এক মিসকে তো ভাল করে দাবড়িয়েও দিলাম! ”
“ সে দাবড়িয়ে ভালই করেছিস। স্কুলের কিছু কিছু টিচারকে সত্যি একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। তবে রুমেলার দেহের বেশ কিছু দাগ বেশ পুরনো। কিছু দাগ প্রায় মিলিয়ে

এসেছে। ওগুলো মেয়েটার উপর নিয়মিত অত্যাচারের ফল। আচ্ছা রুমেলার ব্যাপারটা একটু থামা। শান্তিলালবাবুর ব্যাপারটা বেশ গুরুতর। ওটা শুনে নে আগে।”

“ আচ্ছা, তাই বল।”
“ হোসেন কে তোরা খুঁজছিলি না?”
“ কোন হোসেন?”
“ উজবুক, পিছনে সন্ধান চাই বোর্ডে টাঙিয়ে রেখে ভুলে গেছিস!”
“ ওঃ। মোক্তার হোসেন। হ্যাঁ। ইদানীং বাংলাদেশে সোনা পাচারের একটা চক্রও বেশ একটিভ। মোক্তার ওদেরই পাণ্ডা। বেশ কিছু দিন ধোরে খুঁজছি আমরা।”
“ প্রায় পেয়ে গেছিলি ভাই।”
“ মানে?”
“ মানে শান্তিলালবাবুর গোপালই হোসেন, অন্য কেউ না। positive finger print match”
“ তুই একটা ওয়ারেন্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়। শান্তিলালবাবু কিছু গোপন করেছেন। ছবিটা দেখ।”

নাড়ুদা প্যাকেট থেকে একটা ছবির দিকে নির্দেশ করেন। দেখা যায় শান্তিলালবাবুর দুতলার ঘর।

“ এবার বোঝ কেন seal করতে বলেছিলাম। মেঝেটা ভাল করে দেখ। মনে আছে, ডান দিকের দেয়াল থেকে আমি ব্লাড collect করেছিলাম। নিচের মেঝের দিকে নজর দে।”
“ কিছু বুঝছিনা নাড়ুদা।”
“ জানতাম তুই বুঝবিনা!”

খামের থেকে আর একটা ছবি বার করলেন নাড়ুদা। একই ছবি। শুধু এটায় কম্পিউটারের কারসাজি তে একটু dark করে দেওয়া হয়েছে। সুধাংশু দেখে চমকে ওঠে।

“ কি এবার দেখতে পেলি তো?”
“ কি দেখার কথা বলছ বলত?”

ছবিতে দেখা যায় মেঝের খানিকটা অংশ বেশ সাদা। অন্যান্য দিকের মেঝের চেয়ে।

" মনে আছে উপরতলার ঘরে ফিনাইলের গন্ধ ছিল? "
" হ্যাঁ। বেশ মনে আছে।"
" শান্তিলালবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে এড়িয়ে যান উনি কথাটা। ফ্যাকাশে জায়গাটা দেখ যেই ঘর পরিষ্কার করুকনা কেন, সে ওইটুকু জায়গা অনেক গভীর ভাবে পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছিল। মনে হয় acid ব্যবহার করেছিল কোন stubborn দাগ ওঠাতে। আমার মনে হয় তুই হয়ত আরো একটা মার্ডার কেস দেখছিস।"
" মানে!" সুধাংশু অবাক হয় সত্যি।

" মানে, মনে হয় ধস্তাধস্তিতে কেউ মারা যায় বা খুব আহত হয়। দেয়ালে average মানুষের অলমোস্ট কাঁধের কাছাকাছি উচ্চতায় চুনরং চটে গেছিল দেখে এসেছি। বডিটা মনে হয় মেঝেতে পড়ে যাবার আগে দেয়ালে আঘাত খায়। রক্ত ছিটিয়ে পড়ে। মেঝেতেও রক্ত জমে। হোসেনের হাইট-ও সেটা verify করে। শান্তিলালবাবু নিজে মেঝে পরিষ্কার করেন। অন্যকে দিয়ে করানোর সম্ভবনা কম। বডি কোথায় গুম করা হয়েছে তা অবশ্য বলতে পারিনা।"

" কি বলছ! শান্তিলালবাবু পুলিশে যা জানিয়েছেন তা তবে মিথ্যে?। "

" ডাহা মিথ্যে, শুধু তাই নয়, শান্তিলালবাবু আগেও চোরাই সোনা কিনে ধরা পড়েছেন। তোর জন্য ওনার রিপোর্ট ও এনে দিয়েছি। হোসেনের back-ground চেক করতে গিয়েই ওনার নাম এসে গেল। যাইহোক, তুই কাজে লেগে পড়। শান্তিলালবাবুর বাড়িটা এক্ষুনি সার্চ করা দরকার। scene-এ কিছু পেলে আমায় ফোন করিস।"
বলে ফাঁকা একটা চায়ের কাপ হাতে উঠে পড়লেন নাড়ুদা।
" ফাঁকা চায়ের কাপ নিয়ে কোথায় চললে?"
" অংক মেলাতে হবে ভাই। চা খাওয়া সব সময় ভাল নারে। মনে রাখিস।"
হেঁয়ালি করে নাড়ুদা মাঝে মাঝে কি বলেন সুধাংশু বুঝতে পারেনা। আজও পারল না। কিন্তু হেঁয়ালি উদ্ধার করার এখন তার সময় নেই। সে বলে উঠল
" থ্যাংক উ নাড়ুদা।"

দূর থেকে জবাব এল-
“ ওয়েলকাম মাই ফ্রেন্ড। রিপোর্টগুলো পরে দেখিস, কাজে লাগবে।”

শান্তিলালবাবুর বাড়ি search করতে বেশি সময় লাগল না। ওনার back-ground নিয়ে খানিকটা ভয় দেখতেই কাজ হল।
“ বডিটা কথায় সরিয়েছেন শান্তিলালবাবু? আমরা জানতে পেরে গেছি হোসেন কোন কর্মচারী নয়। সোনা পাচারের পাণ্ডা আপনার দোকানেই আস্তনা গেড়েছিল। ওকে খুন করলেন কেন?”

“ খুন! না না আমি খুন করিনি। বিশ্বাস করুন আমি কিছু জানিনা।”
“ পুলিশের হাত থেকে আপনি পালাতে পারবেন না। সোনা পাচার চক্রে জড়িত থাকার অপরাধে জেল আপনার বাঁধা। খুন না করে থাকলে এখনও বলে ফেলুন বডিটা কোথায়। শুধু শুধু খুনের অপরাধ কাঁধে নেবেন কেন? ”
“ না আমি কিছু জানিনা স্যার। ”
“ ওকে। আপনি বলবেন না। তবে আমরাই খুঁজে নিচ্ছি।”
তিনজন কনস্টেবল বাড়ি সার্চ করছিলেন। বাড়ি থেকে বেরুতে সুধাংশু বলল বাগানটা একটু সার্চ করতে। বাগানের কথা শুনে শান্তিলালবাবু মুখ খুললেন।

“ আমি বলছি স্যার।”
“ বলুন।”
“ কলা গাছের পাশে মাটি খুঁড়লে হোসেনের বডি পাবেন।”
“ বড় কাঁচা কাজ করেছেন শান্তি বাবু, খুন করে নিজেরই বাগানে পুঁতে দিয়েছেন!”
“ স্যার, আমি খুন করিনি। সত্যি বলছি। রবিবার সকালে হোসেন কে ডাকতে গিয়ে দেখি মরে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর। আমার ক্রিমিনাল back-ground আছে। আপনারা আমাকেই খুনি ভাবতেন। তাই ভয় পেয়ে প্রমাণ লোপাটের জন্য এমনটি করে ফেলেছি।”
“ মিথ্যে কথা বলছেন না তারই বা প্রমাণ কি? হোসেনের সাথে হয়ত আপনার কথা কাটাকাটি হয়। হাতাহাতি তে ওকে খুন করেন আপনি। তারপর বডি গুম করে গয়না চুরির গল্প তৈরি করেন। হোসেনও মরল আর আপনার কিছু ফ্রী উপার্জন হল ইনসিওরেন্স থেকে।”

“ সত্যি বলছি স্যার, এসব কিছুই হয়নি। খুন আমি করিনি। চুরির দুর্বুদ্ধিও অনেক পরে আসে। প্রথমে ভয় পেয়েই ওর বডি লুকিয়ে ফেলি। তারপর ওকে হঠাৎ পাওয়া না গেলে বাকিরা সন্দেহ করত, তাই চুরির গল্পটা তৈরি করতে হয়।”

তিন কনস্টেবল ততক্ষণে হোসেনের বডি বার করে ফেলেছে। কাদা মাটি লেগে আছে এখনো। পরনে সাধারণ শার্ট আর প্যান্ট। কয়েকদিন আগে মৃত্যু ঘটেছে তার প্রমাণ স্পষ্ট। অকুস্থলে একটা রক্তাক্ত চুরিও পাওয়া গেছে। ভাগ্য ভাল থাকলে ছুরিতে হাতের দাগ পাওয়া গেলেও যেতে পারে। সুধাংশু নাড়ুদাকে ফোন করে খবর দিল। এখানেও কিছু ফরেনসিক তদন্ত দরকার।

“ আপনাকে এখন গ্রেফতার করতে বাধ্য হচ্ছি শান্তি বাবু। আপনি শুরুতেই মিথ্যে বলেছেন। থানায় গিয়ে নিজের সত্যি স্বীকারোক্তি দেবেন।”

দুজন কনস্টেবলকে বাগানে থাকতে বলল সুধাংশু, নাড়ুদার আসা পর্যন্ত। নিজের নোটবই থেকে দেখে নিল আর কি কাজ বাকি। তারপর অন্য কনস্টবল কে বলল শান্তি লালবাবুকে থানায় নিয়ে যেতে, সে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরবে।

মনটা ফুরফুরে লাগছে সুধাংশুর। এই প্রথম নিধিবাবুর সাহায্য ছাড়াই দুটো কেস সাম্‌লাচ্ছে ও। শান্তিলালবাবুর দোকানে খুন একটা এক্সট্রা লাভ। শান্তিলালবাবু মিথ্যে বলে নিজেই নিজের ফাঁদে পড়ে গেছেন। এখন থানায় কিছু কড়া কথা বললেই সত্যি বেরিয়ে পড়বে। হোসেনের পোস্ট মর্টেম থেকেও অনেকটা তথ্য পাওয়া যাবে। এত কিছুর মধ্যে হোসেন সংক্রান্ত ঝামেলাও আর থাকবে না। নিধিবাবু তুন্নাভাই কে সামলে ফিরলে ঠিক চমকে যাবেন। এই সব নানান রকম ভাল ভাল চিন্তা করতে করতে সুধাংশু শেষমেষ তার জিপ থামাল একটা দালানওলা বাড়ির সামনে।

ডিং ডং। ডোরবেলের শব্দ শুনে দরজা খুললেন অহনার মা।
“ নমস্কার। একটু বিরক্ত হবেন জানি, কিন্তু কিছু প্রশ্ন করা খুব দরকার। আপনার আপত্তি না থাকলে একটু ভিতরে আসতে পারি?”
“ না না, আপত্তির কি আছে? প্লিজ ভিতরে আসুন।”

সুধাংশু ভিতরে আসে।

“ আপনি একটু বসুন। আমি চট করে একটু চা নিয়ে আসি। অহনা......”
মেয়েকে ডাক দেন তিনি।
“ না না, আপনি আবার চায়ের জন্য কষ্ট করবেন কেন?”
“ আপনি প্রথম এলেন, কিছু না খাইয়ে কি ছাড়তে পারি। আপনি অহনার সাথে একটু কথা বলুন, আমি এক্ষুনি এসে পড়ব।”

অহনা ভিতরের ঘরে ছিল। মায়ের ডাক শুনে বেরিয়ে এল।
“ তুমি একটু ইন্সপেক্টর কাকুর সাথে কথা বল, আমি এক্ষুনি আসছি।”
অহনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

“ কেমন আছ আজ অহনা?” সুধাংশু প্রশ্ন করে।
“ ভাল।”
“ রুমেলা তোমার খুব বন্ধু ছিল?”
রুমেলার কথা শুনে অহনার চোখ ছলছল করে উঠল।
“ হ্যাঁ, খুব বন্ধু ছিল। ওই তো আমকে T.T খেলা শেখাত।”
“ ওঃ তাই নাকি? তো তুমি জানতে রুমেলাকে শুক্রবার থেকে পাওয়া যাচ্ছে না?”

কথার মাঝে চা এসে গেল। সাথে গরম গরম লুচি। সুধাংশু বিয়ে করেনি এখনও। নিজে রান্না করে খায়। তাই অন্য কেউ কিছু বানিয়ে দিলে মন ভরে যায় তার। আর লুচির উপর তো কথাই হয় না।

“ ধন্যবাদ বৌদি। ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম আপনারা জানতেন কিনা যে রুমেলাকে শুক্রবার থেকে পাওয়া যাচ্ছে না?”
“ হ্যাঁ জানতাম। তবে শুক্রবার থেকে মিসিং সেটা জানতাম না। বিশ্বাস বাবুর স্ত্রী রবিবার সন্ধ্যায় ফোন করেছিলেন। মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।”
“ আপনি শিওর ওনারা রবিবার ফোন করেছিলেন? রুমেলা মিসিং হবার দু দিন পর?”
“ I think I am sure। সোমবার অহনার টেস্ট ছিল ক্লাসে। পড়াচ্ছিলাম। তখন ফোন আসে।”
“ আচ্ছা অহনা তুমি কি রোজ ক্লাবে খেলতে যাও?”
অহনাই জবাব দিল।

" হ্যাঁ। এমনিতে প্রায় রোজ যাই। গত সপ্তাহে কিছু ক্লাস টেস্ট ছিল যেতে পারিনি রোজ। "
" আচ্ছা, অহনাকে তুমি শেষ কখন দেখেছ?"
" শুক্রবার স্কুলে। ওদিন ওর মন খারাপ ছিল। সুজাতা মিস ওকে অকারণেই খুব মেরেছিলেন। তবু একটুও কাঁদেনি ও ক্লাসে।"
" তোমাদের স্কুলের মিস তোমাদের মারেন নাকি?"
" না না এরকম না। সেদিন শুধু সুজাতা মিস কেন এত রেগে গেলেন কে জানে। সেদিন ক্লাস শেষ হবার ঘন্টা না পরলে রুমেলা হয়ত ওখানেই মরে যেত।"
এটুকু বলে কান্নায় ভেঙে পরল অহনা।

সুধাংশু ইশারা করতে অহনার মা মেয়েকে ভিতরের ঘরে যেতে বললেন।
" আচ্ছা। অনেক ধন্যবাদ। আজ আসি।"

সুধাংশু উঠে পড়ে। নিধিবাবু কাল হয়তো ফিরে আসবেন। তার আগে যদি রুমেলার কেসটা গুছিয়ে আনতে পড়ে তবে বেশ আনন্দ হবে তার। তবু এখন রুমেলার কেসটা তার কাছে ধোঁয়ার মত লাগছে। এখনো কোন মেয়েটার মৃত্যুর কোনো কারণ পাচ্ছেনা সে। তার মনে পড়ল সেই ফোন কলের কথা। বিশ্বাস বাবুর কাছে যারা টাকা চেয়েছিল। এতক্ষণে হয়তো ফোন কম্পানির থেকে কল লিস্ট এসে গেছে থানায়। সে পা বাড়ল।

থানায় পৌঁছে সে দেখল ফোন কম্পানি এখনও ফোন কল history পাঠায় নি। এদিক ওদিক কাজের মধ্যে রাত্রি হয়ে গেল।

বুধবার, মার্চ ৫, ২০০৮, সকাল দশটা।

নিধিবাবু ফিরে এসেছিলেন গতকাল একটু রাত করে। আজ সকালে থানায় এসে দেখলেন সুধাংশু তখনও আসেনি। তিনি কনস্টবল হরিরামের কাছ থেকে খবরাখবর জেনে নিচ্ছিলেন। হোসেন কে মৃত পাওয়া গেছে শান্তিলালবাবুর বাড়ি থেকে জেনে একটু অবাক হয়েছেন। মনে মনে সুধাংশুকে একটু প্রশংসাও করে ফেলেছেন। সুন্দর কাজ শিখে নিয়েছে ছেলেটা। হোসেনের পোস্ট মর্টেম এসে গিয়েছিল। সেটা নিয়ে নড়চড়া করছেন। হোসেন মারা গেছে শনিবার রাত নটা কুড়ি মিনিটে। আততায়ী

একটা মাঝারি মাপের ধারাল নাইফ প্রচণ্ড জোরে বসিয়ে দিয়েছে হোসেনের পিঠে। ছুরি পাঁজর ভেদ করে ফুসফুস পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মৃত্যু হতে তবুও কিছুটা সময় লেগেছিল। লোকটা মারা যাবার আগে হয়তো চিৎকার করার চেষ্টা করছিল। আততায়ী হোসেনের মুখ চেপে ধরে রাখে খুব জোরে। হোসেনের গালে আততায়ীর হাতের চাপ পাওয়া গেছে। আততায়ী নিশ্চিত বেশ বলবান্। এমন সময় নাড়ুদার ফোন এল। নিধিবাবু ফোন তুললেন। নাড়ুদা কিছু বলতে ওনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উনি বললেন " গুড ওয়ার্ক নাড়ু।"

সুধাংশুকে দেখা গেল।

" এই যে সুধাংশু, সকাল থেকে কোথায় ছিলে?"
" এই যে স্যার! আপনি এসে গেছেন। দুটো কেস এমনভাবে আমায় বিপন্ন করে তুলবে ভাবতেও পারিনি। আপনি হোসেনের খবরটা পেয়েছেন? "
" হ্যাঁ। শুনলাম।"
" হোসেনের কেসটা দিয়েই শুরু করি। ওটা সিম্পল। এই কেসের ক্রেডিট কিন্তু নাড়ুদার পাওনা। ফরেনসিক sample collect করতে গিয়েই উনি দেয়ালে রক্তের দাগ খুঁজে পান। চুরির ঘটনা ভেবে আমি কিন্তু অতটা নজর করিনি ঘরের সবকিছুতে।"
স্মিত হাসছিলেন নিধিবাবু।
" আচ্ছা। নাড়ুরও হাত আছে তাহলে।"
" আছে বৈকি স্যার! উনিই শান্তিলালবাবুর back ground চেক করে দেন। শান্তিলালবাবু চোরাই সোনা কেনাবেচা করতেন একসময়। আগে ধরাও পড়েছেন। ওনাকে একটু চাপ দিতেই বেরিয়ে পড়ল যে চুরির ঘটনাটা একদম মিথ্যে। খুনের স্বীকারোক্তি এখনও করেননি কিন্তু একটু চাপ পড়লেই সেটাও বেরিয়ে পড়বে। শুধু বাকি রুমেলার খুনীকে খুঁজে বের করার কাজ। "
" কিন্তু শান্তিলালবাবু সত্যিই খুন করেননি সুধাংশু।"
" সেকি! আপনি কীভাবে জানলেন? তবে খুন করল কে!"
" স্বর্ণ ব্যবসায়ী দের একটা কমিটি আছে। সোনার দাম বাড়াতে ওনারা একটা মিটিং করেছিলেন শনিবার। শান্তিলালবাবু সেই সভার সভাপতি। আমার শ্যালকও সোনার

ব্যবসা করে। ও কনফার্ম করেছে যে প্রায় রাত দশটা অবধি সভা চলেছিল এবং শান্তিলালবাবু সারাক্ষণ মিটিং এ ছিলেন, অন্তত রাত এগারোটা অবধি। পোস্ট মর্টেম চেক করছিলাম। তাতে দেখা যাচ্ছে হোসেন মারা গেছে সন্ধ্যা ৯ টা ২০ নাগাদ। সুতরাং শান্তিলালবাবু সোনার চোরাই ব্যবসা করলেও, হোসেনকে খুন করতে পারেন না।”

সুধাংশু মাথা চুল্‌কোয়।

“ তাইতো স্যার। তবে তো আবার অন্ধকারে আমরা।”

“ না সুধাংশু। আমরা অন্ধকারে নই মোটেই। তুমি কাজও করেছ খুব ভাল। শুধু চিন্তাগুলো এখনো সাজাতে পারনি। তুমি এক কাজ কর। শুক্রবার থেকে যা যা ঘটনা ঘটেছে সিকোয়েন্সে সাজাও। একের পর এক। তারপর আমার কাছে এস। নাড়ুও ফোন করেছিল। বলেছে খানিক বাদে আসছে। কি একটা খবর আছে তোমার জন্য।”

সুধাংশু উঠে গিয়ে নিজের ডেস্ক -এ এসে বসে। না। স্যার ঠিকই বলেছেন। ঠিকমতো চিন্তা করে উঠতে পারেনি সে। এদিক ওদিক নানান দিকে ছুটে ফিরেছে শুধু। নানান জায়গায় ফোন করেছে, কথা বলেছে। কিন্তু মাঝে মাঝেই ধোঁয়ার মত লেগেছে অনেক কিছু।

হাতের নোটবইটা তুলে নিয়ে ঘটনা গুলো সাজবার চেষ্টা করে সে। শুক্রবার রুমেলার মৃত্যু থেকে যা যা ঘটেছে এখন পর্যন্ত। না। ঘটনাগুলোর কোন মিল নেই। যদি ধরে নেওয়া যায় শনিবার যে টাকা বিশ্বাসবাবু তুলেছিলেন তা মুক্তিপণ, পুলিশের কাছে কোনভাবে গোপন করে গেছেন, তবে রুমেলার শুক্রবার রাতে মারা যাওয়ার মানে হয়না। বিশ্বাসবাবুর কথা বার্তার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। পাড়ার ক্লাবটি রুমেলার বাড়ি থেকে মাত্র মিনিট দশেক দূরে। রুমেলা missing হওয়ার পর বিশ্বাস বাবু ক্লাবে খোঁজ করেননি। পূজারী ভদ্রলোকও বলেছেন যে রুমেলা missing তিনি জানতেন না। পূজারী ভদ্রলোকের কাছে চাবি থাকত। কিন্তু ওনার রুমেলাকে খুন করার কোন মোটিভ আছে কি? হোসেনকে যদি রুমেলা চুরি করতে দেখে থাকে তবে হোসেন রুমেলার মৃত্যুর জন্য দায়ী হতে পারত। কিন্তু চুরিটাই যেখানে সাজান, সেখানে এই ব্যাপারটাও খাটেনা। শান্তিলালবাবুর খুনের সময় ছিলেন না। সুজাতা মহিলা ক্লাসে ছেলেমেয়ে পেটাতে পারেন কিন্তু তিনি তার জন্য ছাত্রীকে খুন করবেন সেটা ভাবা

যায়না। তার উপর সুজাতা যদি ঠিক বলেন তবে শুক্রবার সন্ধ্যায় রুমেলার সাথে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি কে?

এসব নানান চিন্তা করছিল সুধাংশু। নিধিবাবু ডাক দিলেন।
" ওঃ। তোমায় বিশ্বাস বাবুর ফোনের লিস্ট এসে গেছে বলা হয়নি। দুটো নম্বর highlight করে দিয়েছি। তোমার সিকোয়েন্সে ওদুটো ঢুকিয়ে আমকে ডেক।"
" কার নম্বর ওগুলো?"
" ও দুটো অন্নপূর্ণা জুয়েলারীর নম্বর। শুক্রবার রাতে বিশ্বাস বাবুর বাড়িতে দুবার ফোন যায়। আমার বিশ্বাস হোসেন কোন কারণে বিশ্বাস বাবুকে ফোন করেন।"
" হোসেন বিশ্বাস বাবুকে কেন ফোন করবে স্যার?"
" তোমার সিকোয়েন্স টা হয়ে গেলে চিন্তা কর। উত্তর পাবে। আমি একটা ওয়ারেন্ট বানিয়ে নি। আর তোমার সিকোয়েন্সটায় রুমেলা মৃত্যু আর হোসেন মৃত্যু দুটোই কভার কোর।"

সুধাংশু নিজের টেবিলে ফিরে সিকোয়েন্স টা আবার সাজাতে থাকে।

১। সুজাতা নস্কর রুমেলাকে রুলার দিয়ে মেরেছেন শুক্রবার দুপুরে।
২। সুজাতা নস্কর রুমেলাকে শুক্রবার সন্ধ্যায় সাতটা নাগাদ মন্দিরতলায় দেখেছেন কোন এক ভদ্রলোকের সাথে, কাঁচাপাকা চুল।
৩। রুমেলার মৃত্যু শুক্রবার রাতে।
৫। হোসেন বিশ্বাস বাবুকে ফোন করে শুক্রবার রাত সাড়ে এগারোটা।
৬। হোসেন বিশ্বাস বাবুকে ফোন করে শনিবার সকাল নটায়।
৭। বিশ্বাস বাবু ২ লাখ টাকা তুলেছেন শনিবার দুপুরে।
৮। হোসেন খুন হয় শনিবার সন্ধ্যা আটটায়।
৯। শান্তি লালবাবু হোসেনের বডি গুম করে দেন রবিবার সকালে।
১০। অহনার বাড়িতে রুমেলাকে পাওয়া যাচ্ছে না জানাতে ফোন যায় রবিবার সন্ধ্যায়। যে দুয়েকজন নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে রুমেলার খবর জানতে চেয়ে ফোন গেছে তাও রবিবার বিকেলের আগে নয়।
১১। সোমবার সকালে বিশ্বাস বাবু থানায় আসেন।
১২। সোমবার দুপুরে তিনি রুমেলার মুক্তিপণ চেয়ে ফোন পেয়েছেন।

হঠাৎ মাথা খুলে যায় তার। রুমেলার তদন্তে গিয়ে নিধিবাবু বলেছিলেন রুমেলা যদি চুরি দেখতে পেয়ে থাকে তবে চোরের পক্ষে রুমেলাকে খুন করা সম্ভব। সুতরাং, রুমেলাকে যেই খুন করে থাক সেটাও হোসেনের দেখতে পাওয়া সম্ভব। সুতরাং রুমেলার খুনি মাত্র একজনই হতে পারে। যাকে হোসেন দেখে ফেলে রুমেলাকে খুন করার সময়। হোসেন পুলিশে যাবার লোক না। সে সুযোগ বুঝে খুনিকে blackmail করে। দু লাখ টাকা চায়। রাইট। এভাবে ভাবলে সব ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র করা যাচ্ছে। বিশ্বাসবাবু। হ্যাঁ। হোসেন কোনভাবে দেখে ফেলে বিশ্বাসবাবু নিজের মেয়েকে মেরে ফেলেছেন। বিশ্বাসবাবু টাকা তোলেন ব্যাংক থেকে। কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় টাকা দেওয়ার সময় কোন সুযোগে হোসেনকে খুন করেন তিনি। একটা খুনের প্রমাণ লোপাট করতে আর একটা খুন। এবার সে বুঝতে পারছে বিশ্বাসবাবুর কথার মধ্যে কেন কোন সামঞ্জস্য ছিলনা। ওনারা জানতেন মেয়ে মৃত। তাই খোঁজ খবর করার খুব দরকার হয়নি। মিয়া বিবি পরামর্শ করে শেষমেষ পুলিশে রিপোর্ট করার সিদ্ধান্ত নেন। কারো কাছে নিখোঁজ মেয়ের খবর না করলে সেটা সন্দেহজনক, তাই নামমাত্র খোঁজ খবর করেন। পরে পুলিশকে দেখানোর চেষ্টা করেন যে মেয়ের খুন মুক্তিপণ জড়িত কারণে। পুলিশে এসেছিলেন বলে অপরাধীরা ওকে খুন করে। কিন্তু মোটিভ। মোটিভ পাচ্ছেনা সে রুমেলার খুনের। রুমেলাকি ওনার নিজের মেয়ে ছিলনা? বিশ্বাস বাবু আর ওনার স্ত্রীর মধ্যে কোন বিবাদের বলি কি হতে হয় রুমেলাকে? সেটা বিশ্বাস বাবুকে প্রশ্ন করলেই জানা যাবে।

হঠাৎ করে এতটা এক সাথে ভেবে ফেলে সুধাংশু চেঁচিয়ে ওঠে “ইউরেকা।”
নাড়ুদা কখন এসে গেছিলেন সুধাংশু বুঝতে পারেনি। নাড়ুদা বলে উঠলেন
“ কি করছ কি সুধাংশু! এটা তো সহজ কেস, আরও কঠিন কেস পাবে।”
“ সরি নাড়ুদা। আমি just দুটো কেস সলভ করে ফেলেছি!”
“ বিশ্বাসবাবু খুনি তো? সেটা আর বলা কঠিন কি?”
সুধাংশু অবাক হয়ে যায়। অনেক কষ্টে সে যে এমন conclusion এ এল, সেটা নাড়ুদা এত সহজে বলে দিল! নাড়ুদা তাকে অবাক হতে দেখে বললেন,
“ আরে ধুর, অবাক হোসনা। তোকে বলেছিলাম রুমেলার কেসে দুটো fingerprint পেয়েছি। একটা রুমেলার আর একটা অন্য কারো। সেই এক finger print পাই

হোসেনের বডিতেও। তখনি বুঝতে পারি দুটো কেসই কোনভাবে জড়িত। বিশ্বাসবাবুকে শুরু থেকেই গোলমেলে লেগেছিল আমার। রুমেলার উপর বাড়িতে অত্যাচার করা হত, তা আমার মনে হয়। আর তুই শুরু থেকেই বলেছিস বিশ্বাস বাবুর কথা অসঙ্গতিতে ভরা। যখন শুনলাম যে উনি মুক্তিপণ চেয়ে ফোন পেয়েছেন মেয়ে মারা যাবার তিন দিন পর, তখন ভীষণ মনে হল উনি মিথ্যে বলছেন। ওনার finger print চেক করতেই টোটাল match পাই। তখন আর সন্দেহ থাকে না একটুও। তাছাড়া ভেবে দেখ মেয়েটার মৃত্যুর দুদিন পর অবধি কারো বাড়িতে মেয়ের খবর করা হয়নি, সব আত্মীয়দেরও জানান হয়নি।"

" কিন্তু দু জায়গায় একই লোকের finger print পেয়েছ তা তো আমায় আগে বলনি! আর বিশ্বাস বাবুর finger print বা পেলে কথায়?"

" বলেছিলাম রিপোর্টগুলো পড়তে। পড়েছিলি? তোকে সব আমিই বলে দিলে তুই চিন্তা করার সুযোগ পেতিস না, আর finger print, সেদিন যে খালি চায়ের গ্লাস নিয়ে গেলাম, সেটার থেকে পেয়েছি। সেটা বিশ্বাস বাবুর ফেলে যাওয়া ছিল। আমার আগে উনি এসেছিলেন তোর সাথে চা খেতে!"
বলে একটু হেসে নিলেন নাড়ুদা।

"দেখ বাবা। চিন্তাটাই আসল। তুইও যে এইসব আধুনিক বিজ্ঞান ছাড়াই খুনিকে চিনে নিয়েছিস, সেটাই আসল। এখন যা বিশ্বাস বাবুকে মামার বাড়ি নিয়ে আয় গিয়ে।"

এরপরের ঘটনাগুলো সহজ ছিল। বিশ্বাস বাবুর বাড়িতে ওনারা যেন প্রস্তুতই ছিলেন। কোন কথা বাড়াতে হলনা সুধাংশুকে।

" বিশ্বাস বাবু, আমরা কেন এসেছি আপনি জানেন। সুতরাং কথা না বাড়িয়ে আমাদের সাহায্য করলেই খুশি হব। আপনার যা কিছু বলার থানায় গিয়ে বলতে পারেন। মিসেস বিশ্বাস, আপনাকেও সঙ্গে আসতে হয়। প্লিজ। "

বিশ্বাস পরিবার কোন কথা বাড়ল না। থানায় এসে বিশ্বাস বাবু statement দিলেন নিজের -

“ নিজের মেয়েকে আমি ইচ্ছাকৃত খুন করিনি। স্টেট চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি বলে বাবা খুব মেরেছিলেন ছোট বেলায়। ইচ্ছা ছিল মেয়েকে চ্যাম্পিয়ন বানাই। ও পারেনি। আমার মতই হেরে গেছিল। শুক্রবার ওকে নিয়ে ক্লাবে practice এ যাই। দুজনে খেলছিলাম। বার বার মিস করে যাচ্ছিল রুমেলা। তারপর একসময় অসহ্য লাগে আমার। মাথাটায় আগুন জ্বলে যায়। সামনে একটা খিল রাখা ছিল। ওটা দিয়ে মেয়ের মাথায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে ফেলি। মেয়েটা আমার মরে যায়। হতচ্ছাড়া গোপাল দেখে ফেলে। রাতে ফোন করে টাকা চায়। তখন ঠিক করি যখন নিজের মেয়েকেই মেরে ফেলেছি তবে একটা বাইরের লোককে মারতে দোষ কি।”

বিশ্বাসবাবুর সাথে তাঁর স্ত্রীও এসেছিলেন। কেঁদে চলেছেন সমানে।
“ উনি মেয়েকে ভালবাসতেন সুধাংশু বাবু। উনি মেয়েকে মারেন নি।”
“ রুমেলার সারা দেহে অনেক পুরনো আঘাতেরও দাগ আছে মিসেস বিশ্বাস। আপনারা রুমেলাকে নিয়মিত মারধোর করতেন। পড়া না পারলে, খেলায় হারলে। একটা বাচচা মেয়ের বাবা মা আপনারা হতে পারেন নি কখনও।”
“ আমরা মেয়ের ভাল চাইতাম। চাইতাম যেন ও বড় হয়।”
“ ভাল চাইতে গিয়ে বাবা নিজের মেয়েকে খুন করে। মা সে খুন পুলিশের কাছে লুকোয়। মেয়ে মারা যাবার পর যদি আপনারা আমাদের কাছে আসতেন তবে হয়তো আপনাদের কথার কোন মানে হত। অনিচ্ছাকৃত ভাবে উনি নিজের মেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী। কিন্তু হোসেনের খুনটা অনিচ্ছাকৃত নয়। ঠাণ্ডা মাথায় হোসেনকে খুন করেন বিশ্বাসবাবু। ঠাণ্ডা মাথায় আপনারা পুলিশে মিথ্যে রিপোর্ট করেন। সাজা আপনাদের পাওনা। তবে জানিনা আপনারা যা করেছেন তার উপযুক্ত সাজা সত্যি হয় কিনা।”

এমন সময় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল,
“ ওই তো, ওই তো সেই ভদ্রলোক, রুমেলার সাথে যাকে দেখেছিলাম শুক্রবার সন্ধ্যায়।”

সুজাতা নস্কর সুধাংশুর কথামতো থানায় বয়ান দিতে এসেছিলেন। তখনও সুজাতা জানতেন না যে বিশ্বাস বাবু ততক্ষণে ধরা পরে গেছেন।

সুধাংশু উঠে এসে নমস্কার জানাল। সুজাতা সুধাংশুর মুখের দিকে তাকাল একবার। মনে পড়ল তার বাড়ির মদ্যপ স্বামীর কথা। তার প্রতি অত্যাচারের কথা। মনে হল একটা রিপোর্ট করেই বাড়ি যাবে সে। কিন্তু কোন মধ্যবিত্ত রোগ তাকে বাধা দিল। ফাঁকা ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে সে ফিরে গেল বাইরের দিকে। মদ্যপ স্বামীর প্রতি যে রাগ, সেটা আর উপচে পড়বেনা কোন বাচ্চার হাতে।

নিধিবাবু ভিতর থেকে ডাক দিলেন।
সুধাংশু ভিতরে এল।
" কি কেমন লাগছে কাজ?"
" আপনি শেখাচ্ছেন, আমি শিখছি স্যার। "
" তোমাকে বলা হয়নি, তুন্নাভাই -এর সাথে বেশ কথা হল। মস্ত রসিক লোক বটে। আমাকে বলেছে কিছু রিয়েল লাইফ স্টোরি দিতে। পার স্টোরি বিশ হাজার।"
" দারুণ ব্যাপার তো স্যার।"
" রুমেলার কেসটা লিখে ফেল। আমি তুমি হাফ হাফ।"
" ও.কে স্যার। স্টোরির নাম কি দেব?"

নিধিবাবু একটু ভেবে বললেন,
" নাম তো একটাই, <u>বাবা কেন খুনি</u>!"

---------------------------------- ০০০ ------------------------------

পুনশ্চঃ
আমি সেভাবে ঠিক কোন গল্প লিখতে চাই নি। গোয়েন্দা গল্প তো একদমই না। কিছু দিন আগে এক দৈনন্দিন সংবাদ পত্রে পড়েছিলাম এক মনখারাপ করা খবর। কোন প্রতিযোগিতায় ছেলে হেরে যাওয়ায় বাবা মা ছেলেকে ভীষণ পেটান। নাবালক ছেলে একদিন পরে মারা যায়। কষ্ট পেয়েছিলাম। আর শুধু একটা ছোট প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলাম। আমরা বাবা মা হয়ে সত্যি কি ছেলে মেয়ের ভাল চেয়ে থাকি সব সময়?

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ
গল্পটি সম্পূর্ণ করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন আমার অর্ধাঙ্গিনী শ্রাবন্তী বসু। এছাড়াও আরো দুই বন্ধু কৌশিক দত্ত এবং সৌতিক সিংহের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।